

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৫৮ এর কৌলিক সারি নং- BRR1 dhan29-SC3-28-16-4-HR2 । উক্ত কৌলিক সারিটি সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত । উক্ত ভ্যারিয়েন্ট প্রথমত ব্রি ধান২৯ এর চাল থেকে ল্যাবরেটরীতে টিসু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায় । পরবর্তীতে উক্ত ভ্যারিয়েন্ট গ্রীণ হাউজে স্থানান্তর করে জন্মানোর ফলে প্রাপ্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয় । উক্ত বীজ বর্ধন করে বৃহৎ পরিসরে জন্মানো হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই এর মাধ্যমে চূড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয় । কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান২৯ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় ২০১২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরোর জাত হিসাবে অনুমোদিত হয় ।



ব্রি ধান৫৮

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সেমি । অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে লম্বা ।
- ▶ এ জাতের ডিগ পাতা হেলানো এবং লম্বা । ধান পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথে ডিগপাতা বেশি হেলে থাকে ।
- ▶ ধানের দানা অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মত তবে সামান্য চিকন ।
- ▶ ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪ গ্রাম ।
- ▶ পাকা ধানের রং খড়ের মত । চালের আকার আকৃতি প্রায় ব্রি ধান২৯ এর মত ।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৫৮ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৬-৭ দিন নাবি কিন্তু ব্রি ধান২৯ জাতের চেয়ে ৭-১০ দিন আগাম । ব্রি ধান৫৮ মাঝারী ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন যা ব্রি ধান২৮-এ নাই । এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিথ থেকে ধান ঝরে পড়ে না । পরিপক্ব শিথগুলো ডিগপাতার উপরে অবস্থান করে বিধায় পুরো ক্ষেত দেখতে খুব আকর্ষণীয় এবং অধিক ফলনশীল ।

জীবনকাল : এ জাতের জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন ।

ফলন : উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৫৮ চাষে হেক্টরে ৭.০ টন থেকে ৭.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায় ।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই ।

১. বীজতলায় বীজ বপন: ২০ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ ৫ অগ্রহায়ণ থেকে ১ পৌষ ।
২. চারার বয়স ও রোপণ: দুরত্ব: ৩৫-৪০ দিন এবং ২০ X ১৫ সেমি
৩. চারা রোপণ: ১ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি (১৫ পৌষ থেকে ১০ মাঘ) ।
৪. চারার সংখ্যা: প্রতিগুছায় ২-৩টি
৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.৪

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিংক সালফেট ও জিপসাম সার প্রয়োগ করা উচিত । ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ৩০-৪০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৬০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে । জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে । তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করাই উত্তম ।

৬. আগাছা দমন: রোপণের পর ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে ।
৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: খোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে । তবে এডাল্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম ।
৮. রোগ বালাই দমন: সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা উচিত । তবে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে ।
৯. ফসল পাকা ও কাটা: ৫-২০ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল-৩ মে) ধান কাটার উপযুক্ত সময় ।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brr1.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যাঙ্ক শীট ৫০